প্রবীন কুমার

বনাম

ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা

(২০১২ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৬২৭০)

সেপ্টেম্বর ১০, ২০২০

[এন. ভি. রমনা, এস. আব্দুল নাজির এবং সূর্য কান্ত, বিচারপতিগন]

পরিষেবা আইন-ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের (বিপিসিএল) স্থানীয় ইউনিটে নিযুক্ত আধাসামরিক কর্মকর্তা আপিলকারীকে কর্মীদের আকস্মিক তল্লাশি চালানোর এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল-দুর্নীতির অভিযোগে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খারিজ-সিবিআই-এ নথিভুক্ত এফআইআর-আপিল কর্তৃপক্ষ বরখাস্তের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলকারীর আবেদন খারিজ করে দেয়-আপিলকারীর দায়ের করা রিট পিটিশন-খারিজ-আপিলের ভিত্তিতে, স্থির করা হয়েছেঃ বর্তমান মামলাটি এমন নয় যেখানে কোনও প্রমাণ নেই, বা যেখানে এই আদালত শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের চেয়ে আনুপাতিক উপসংহারে পৌঁছতে পারে-আপিলকারী একটি সুষ্ঠু বিচার পেয়েছেন-আবেদনের ভিত্তিতে যে তাকে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমে খালাস দেওয়া উচিত কারণ তদন্তের পরে সিবিআই দ্বারা কোনও ফৌজদারি অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়নি, প্রত্যাখ্যাত-নিয়োগকর্তা সর্বদা একটি স্বাধীন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা পরিচালনার অধিকার বজায় রাখেন, ফৌজদারি কার্যধারার বিস্তৃত ফলাফল নির্বিশেষে-আনুপাতিকতা এবং ন্যায্যতার নীতি সাপেক্ষে প্রমাণিত অপরাধের জন্য শাস্তি আরোপের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের ব্যাপক বিচক্ষণতা রয়েছে - চাকরি থেকে বরখাস্তের শাস্তি আপিলকারীর বিরুদ্ধে সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত দুর্নীতি, জালিয়াতি এবং ভয় দেখানোর অভিযোগের তুলনায় অনেক বেশি - সশস্ত্র বাহিনী - প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি - আনুপাতিকতার মতবাদ - দণ্ডবিধি, ১৮৬০ - দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮ - সি.আই.এস.এফ. বিধি, ৯৬৯ - বিধি ৩৪; বিধি ২৯(ক) সহ পঠিত বিধি ৩১(ক)- তফসিল ॥ – ভারতের সংবিধান – অনুচ্ছেদ ১৪।

ভারতের সংবিধান-অনুচ্ছেদ ৩২,১৩৬ এবং ২২৬-বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগ-পরিষেবার বিষয়-আদেশ করা হয়েছেঃ সাংবিধানিক আদালতগুলি তাদের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় আপিল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করবে না-তাদের এখতিয়ার আইনের ত্রুটি সংশোধন, পদ্ধতিগত ত্রুটি যা প্রকাশ্য অবিচার বা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের দিকে পরিচালিত করে-পরিষেবা আইন-প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ।

পরিষেবা আইন - প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি-" নিমো জুডেক্স ইন সুয়া কাউসা"/ "কেউ নিজের মামলায় বিচারক নয়"-যখন লঙ্ঘন করা হয় না-আলোচনা করা হয়-ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-ধারা ১৬৫।

পরিষেবা আইন-ফৌজদারি কার্যধারার সাথে শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা -প্রমাণের মানগুলির মধ্যে পার্থক্য - আলোচনা করা হয়েছে।

আপিল খারিজ করে, আদালত

আদেশঃ ১) অনুচ্ছেদ ২২৬ বা ৩২-এর অধীনে বা অনুচ্ছেদ ১৩৬-এর অধীনে আপিল করার সময় সাংবিধানিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা বিভাগীয় আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ করা আপিল ক্ষমতার থেকে আলাদা। বিচারিক পর্যালোচনা হল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন, এবং সিদ্ধান্তের গুণাগুণ নয়। বিচারিক পর্যালোচনা উপায়ে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে চায়, সিদ্ধান্তের নিরপেক্ষতা নয়। এটি আইন বা পদ্ধতির প্রকাশ্য ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে ব্যবহার করা উচিত, যার ফলে উল্লেখযোগ্য অবিচার হতে পারে; অথবা পক্ষপাতিত্ব বা ফলাফলের গুরুতর অযৌক্তিকতার ক্ষেত্রে। সাংবিধানিক আদালতগুলি তাদের বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় আপিল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করবে না।তাদের এখতিয়ার আইনের ত্রুটি সংশোধন, প্রকাশ্য অবিচার বা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের দিকে পরিচালিত পদ্ধতিগত ত্রুটিগুলির সীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ। হাইকোর্টের দ্বারা প্রাপ্ত সিদ্ধান্তটি প্রমাণের উপর ভিত্তি করে ছিল এবং বিশদ এবং যুক্তিসঙ্গত ছিল। উপরন্তু, হাইকোর্ট বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগকে সীমাবদ্ধ করেনি, বরং একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে এবং অপরাধের নিজস্ব স্বাধীন উপসংহারে আসার জন্য আরও অনুসন্ধান করেছে। আপিল কর্তৃপক্ষ তার আবেদনে আপিলকারীর দ্বারা উত্থাপিত প্রতিটি আবেদন যত্ন সহকারে মোকাবিলা করেছিল এবং আপিলকারীর মনকে সন্তুষ্ট করার জন্য সমস্ত যুক্তির বিশদ প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল। কর্তৃপক্ষও নিখুঁত ছিল এবং তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনে কোনও দুর্বলতা পাওয়া যায় না। এমনকি সাধারণ ভাষায়, যেখানে কোনও আপিল বা পর্যালোচনাকারী আদালত/কর্তৃপক্ষ ভিন্ন উপসংহারে পৌঁছায়, সাধারণত আপিলের অধীনে সিদ্ধান্তটি যতদূর পর্যন্ত যুক্তিসঙ্গত থাকে বা বিকৃতিতে অসুস্থ বলে প্রমাণিত না হয় ততদূর পর্যন্ত বিঘ্নিত করা উচিত নয়। বর্তমান মামলাটি এমন নয় যেখানে কোনও প্রমাণ নেই, বা এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে এই আদালত শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের চেয়ে আলাদা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে। [অনুচ্ছেদ ২৫,২৮-৩০] |১০৯০-বি-ই] |১০৯২-বি-জি]

২) আপিলকারীর এই যুক্তি যে, তদন্ত কর্মকর্তা রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীর কাছে নিজের প্রশ্ন রেখেছিলেন এবং

আসামিপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত সাক্ষীদের জেরা করেছিলেন, তা রাষ্ট্রপক্ষকে বিচারক বানানোর সমান, যা "নিমো জুডেক্স ইন স্যুয়া কাউসা" এর প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার নীতি লঙ্ঘন করে। ধারা ১৬৫, সাক্ষ্য আইনের অধীনে, প্রাসঙ্গিক তথ্যের যথাযথ প্রমাণ আবিষ্কার বা প্রাপ্তির জন্য যে কোনও সাক্ষী বা পক্ষকে যে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা বিচারকদের রয়েছে। যদিও শাস্তিমূলক কার্যধারার জন্য প্রমাণের কঠোর নিয়ম প্রয়োগযোগ্য নয়, তদন্ত কর্মকর্তারা প্রায়শই সত্য আবিষ্কারের জন্য এই জাতীয় কার্যধারায় সাক্ষীদের প্রশ্ন রাখেন। প্রকৃতপক্ষে, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই জাতীয় সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন হতে পারে।তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট বিদ্বেষ বা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা হয়নি, এমনকি তদন্তের সময়ও প্রতিস্থাপনের জন্য কোনও অনুরোধ করা হয়নি; এইভাবে, প্রমাণ করে যে কীভাবে আপত্তিগুলি একটি পরবর্তী চিন্তা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বরং মনে হয় যে অপরাধী ব্যক্তি একটি সুষ্ঠু বিচার পেয়েছিলেন। [অনুচ্ছেদ ৩১,৩২] [১০৯২-এইচ] [১০৯৩-এ-ডি]

ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম টি.আর. ভার্মা [১৯৫৮] এসসিআর ৪৯৯-এর উপর নির্ভরশীল।

৩)ফৌজদারি কার্যধারা দেওয়ানি কার্যধারা থেকে পৃথক। শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে সম্ভাব্যতার আধিক্য দ্বারা একজন অপরাধী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ স্থাপন করা এবং ফলস্বরূপ তার পরিষেবাগুলি বাতিল করা উভয়ই সম্ভব এবং সাধারণ। তবে একই প্রমাণ ফৌজদারি আইনের আইনশাস্ত্রের অধীনে তার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে। দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলার মধ্যে প্রমাণের মানের মধ্যে এই ধরনের পার্থক্য মুছে ফেলা হয়, ঝুঁকির পার্থক্য, পক্ষগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা এবং একটি ভুল সিদ্ধান্তের সামাজিক ব্যয়ের কারণে. অভ্যন্তরীণ তদন্ত, প্রমাণের কঠোর নিয়ম এবং ফৌজদারি বিচারের কঠোরতা প্রয়োগযোগ্য নয়, যেমন, কিছু ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তাদের সামনে দেওয়া বিবৃতিগুলির উপর নির্ভর করা যেতে পারে।সুতরাং, আপিলকারীর এই যুক্তি যে, তদন্তের পর সিবিআই কর্তৃক কোনও ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করা হয়নি বলে বর্তমান কার্যধারায় তাকে খালাস দেওয়া উচিত, তা বাতিল করা হয়। নিয়োগকর্তা সর্বদা একটি স্বাধীন শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা পরিচালনার অধিকার বজায় রাখেন, ফৌজদারি কার্যধারার ফলাফল নির্বিশেষে। উপরন্তু, সিবিআই রিপোর্ট আপিলকারীর বিরুদ্ধে বড় শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপের সুপারিশ করে। [অনুচ্ছেদ ৩৪,৩৫] [১০৯৪-এ-ই]

কর্ণাটক এস. আর. টি. সি বনাম এম. জি ভিট্টাল রাও (২০১২) ১ এস. সি. সি ৪৪২: [২০১১] ১৪ এস. সি. আর ১০৮৯; অজিত কুমার নাগ বনাম ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (২০০৫) ৭ এস. সি. সি ৭৬৪: [২০০৫] ৩ সাপ্লি. এস. সি. আর ৩১৪; বিএইচইএল বনাম এম মণি (২০১৮) ১ এস. সি. সি ২৮৫: [২০১৭] ১১ এস. সি. আর ৯৩৩-এর উপর নির্ভরশীল।

৪) প্রমাণ হওয়া অপরাধের জন্য শাস্তি আরোপ করার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের ব্যাপক বিচক্ষণতা রয়েছে, অবশ্যই আনুপাতিকতা এবং ন্যায্য খেলার নীতি সাপেক্ষে। এই ধরনের প্রয়োজনীয়তা ১৪ অনুচ্ছেদ থেকেই উদ্ভূত হয়, যা রাজ্য কর্তৃপক্ষকে একই বিস্তৃত আঘাতের সাথে বিভিন্ন-মাত্রার অপকর্মের সাথে আচরণ করতে নিষেধ করে। এই ধরনের আনুপাতিকতা নির্ধারণ করা কেবল অপরাধীর পদক্ষেপ বা অভিপ্রায়ের কাজ নয়, বরং অবশ্যই আর্থিক প্রভাবের কাজ এবং তাই তবে ফৌজদারি মামলার বিপরীতে, অভ্যন্তরীণ কার্যধারা আদালতগুলি কেবল আনুপাতিকতা ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করে যখন তারা দেখে যে প্রদত্ত শাস্তি উচ্চ মাত্রায় অত্যধিক, বা আদালতের বিবেক নিজেই হতবাক হয়।সুতরাং, যদিও বড় জরিমানা আরোপ (যেমন বরখাস্ত, অপসারণ বা পদমর্যাদা হ্রাস) তুচ্ছ অপকর্মের জন্য বৈষম্যমূলক এবং অগ্রহণযোগ্য হবে; কিন্তু গুরুতর অপরাধের জন্য সমাজে প্রতিরোধের একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠানোর প্রয়োজন রয়েছে। দুর্নীতি, অপব্যবহার এবং গুরুতর শৃঙ্খলাহীনতার মতো অভিযোগগুলি পরবর্তী বিভাগের প্রধান উদাহরণ এবং কঠোরভাবে মোকাবিলা করা উচিত। চাকরি থেকে বরখাস্তের শাস্তি দুর্নীতি, বানোয়াট এবং ভয় দেখানোর অভিযোগের অনুপযুক্ত নয় যা আপিলকারীর বিরুদ্ধে সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আপিলকারীর পদক্ষেপগুলি সম্ভবত বিপিসিএল-এর বিশাল ফলস্বরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হত এবং জনসাধারণের মধ্যে সিআইএসএফ-এর সুনাম হ্রাস করত।[অনুচ্ছেদ ৩৬-৩৮] [১০৪৯-এফ-জি][১০৯৫-এ-ডি]

জামিল বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (২০১০) ১২ এস. সি. সি ৫৩২: [২০০৯] ১৫ এস. সি. আর ৭১২; চন্দ্র কুমার চোপড়া বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০১২) ৬ এস. সি. সি ৩৬৯: [২০১২] ৫ এস. সি. আর ১০২৯; অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার বনাম মহম্মদ নাসরুল্লা খান (২০০৬) ২ এস. সি. সি ৩৭৩: [২০০৬] ১ এস. সি. আর ৯১১; বিসি চতুর্বেদী বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৯৫) ৬ এস. সি. সি ৭৪৯: [১৯৯৫] ৪ সাপ্লি. এস. সি. আর ৬৪৪; তামিলনাড়ু রাজ্য বনাম এস. সুব্রামানিয়াম (১৯৯৬) ৭ এস. সি. সি ৫০৯; ললিত পোপলি বনাম কানাড়া ব্যাঙ্ক (২০০৩) ৩ এস. সি. সি ৫৮৩: [২০০৩] ২ এস. সি. আর ১০০; হিমাচল প্রদেশ রাজ্য বিদ্যুৎ

বোর্ড লিমিটেড বনাম মহেশ দাহিয়া (২০১৭) ১ এস. সি. সি ৭৬৮: [২০১৬] ৯ এস. সি. আর ৮৭৯-এর উপর নির্ভরশীল।

শশী প্রসাদ বনাম সি. আই. এস. এফ (২০১৯) ৭ এস. সি. সি ৭৯৭ - উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গঃ

(২০১৯) ৭ এস. সি. সি. ৭৯৭	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০০৬] ১ এস. সি. আর. ৯১১	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৩
[১৯৯৫] ৪ সম্পূরক এস. সি. আর. ৬৪৪	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৬
(১৯৯৬) ৭ এস. সি. সি. ৫০৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৭
[২০০৩] ২ এস. সি. আর. ১০০	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৭
[২০১৬] ৯ এস. সি. আর. ৮৭৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৭
[১৯৫৮] এস. সি. আর. ৪৯৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৩২
[২০১১] ১৪ এস. সি. আর. ১০৮৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৩৪
[২০০৫] ৩ সম্পূরক এস. সি. আর. ৩১৪	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৩৪
[২০১৭] ১১ এস. সি. আর. ৯৩৩	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৩৫
[২০০৯] ১৫ এস. সি. আর. ৭১২	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৩৬
[২০১২] ৫ এস. সি. আর. ১০২৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৩৮

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১২ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৬২৭০।

২০০১ সালের ১০০১ নং রিট পিটিশনে বোম্বে হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ০৫.০৫.২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

ইপি. এন. মিশ্র, প্রবীণ আইনজীবী.,কে. এল. জানজানি, আয়ুষ পুরী, শ্রীমতী সীমা বেনগানি, বি. ভি. বলরাম দাস, আইনজীবীরা।

আদালত কর্তৃক রায়টি প্রদান করেন

সূর্য কান্ত, বিচারপতি-

১)বর্তমান দেওয়ানি আপিল, যা ভিডিও-কনফারেন্সের মাধ্যমে শুনানি হয়েছে, বোম্বে হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা ডব্লিউপি নং ১০০১/২০০১-এ পাস করা ০৫.০৫.২০০৯ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে আপিলকারীর শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা বাতিল করার এবং আধা-সামরিক কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত থাকাকালীন দুর্নীতি ও অতিরিক্ত-সাংবিধানিক আচরণের অভিযোগে বরখাস্তের আদেশ দেওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

বাস্তবিক ম্যাট্রিক্স

২)আপিলকারী ১৯৯৫ সালের জানুয়ারিতে সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে (সিআইএসএফ) সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে যোগ দেন। হায়দরাবাদে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ শেষ করার পর তাঁকে ওয়েস্টার্ন জোনের মুম্বাই অফিসে নিয়োগ করা হয় এবং ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের (বিপিসিএল) স্থানীয় ইউনিটে নিযুক্ত করা হয়। যদিও প্রাথমিকভাবে তাঁকে শিফট ডিউটি করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু ১৯৯৭ সালের জুলাই থেকে তাঁকে ক্রাইম অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স উইংয়ে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ০৮.০৫.১৯৯৮ তারিখের একটি অফিস আদেশের প্রমাণ হিসাবে, আপিলকারীকে বিশেষভাবে কর্মীদের আকস্মিক তল্লাশি চালানোর এবং দুর্নীতিতে জড়িত যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

৩) ২৮.০২.১৯৯৯ তারিখে সন্ধ্যা ৬টার দিকে কনস্টেবল রাম অবতার শর্মা (সিডব্লিউ-১; এরপরে "শর্মা") বিপিসিএল চত্বরের কাছে একটি সিআইএসএফ বাসে যাতায়াত করছিলেন যখন ইন্সপেক্টর হীরালাল চৌধুরী রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষি-১ (পিডব্লিউ-১; এরপরে, "চৌধুরী") শর্মার পকেটে উচ্চ মূল্যের নোটের একটি বড় বান্ডিল লক্ষ্য করেন। সন্দেহজনক, চৌধুরী বাসটি বিপিসিএল চত্বরের দিকে ফিরিয়ে আনেন এবং জোর করে শর্মাকে উত্তর-গেটের কাছে নামিয়ে দেন, সাক্ষীদের মধ্যে চৌধুরী শর্মার ব্যক্তিকে তল্লাশি করেন, যার সময় ১০০ টাকার নোটের আকারে মোট ১০,৭৮০ টাকা এবং বাকি ছোট মূল্যের নোট উদ্ধার করা হয়।বিপুল পরিমাণ হিসাব বহির্ভূত নগদ অর্থের জন্য শর্মার কাছ থেকে কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি, কেবলমাত্র একটি আবেদন ছাড়া, যার পরে পরিমাণটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং বিপিসিএল চত্বরের উত্তর গেটে রাখা সাধারণ ডায়েরিতে ("জিডি") নথিভুক্ত ঘটনা।

৪)পরে জানা যায় যে, বি. পি. সি. এল কম্পাউন্ডের প্রধান গেটে সন্ধ্যা ৬টা ৫টার দিকে একটি পরস্পরবিরোধী জি. ডি এন্ট্রি করা হয়েছিল, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, কীভাবে অন্য এক আধিকারিকের পক্ষ থেকে কুকুর-হ্যান্ডলার কনস্টেবল কে. কে. শর্মা (পি. ডব্লিউ-২) ব্যক্তিগত জোয়ান হিসাবে শর্মার (সি. ডব্লিউ-১) কাছে ৯,০০০ টাকা হস্তান্তর করেছেন। তদন্ত চলাকালীন জানা গেছে যে এই এন্ট্রিটি মিথ্যা ছিল এবং বর্তমান আপিলকারীর অনুরোধে নিবন্ধিত হয়েছিল, যিনি প্রধান গেটে অবস্থানরত এবং অন্য জি. ডি রেজিস্টারের দায়িত্বে থাকা এ. এস. আই. সুরজন সিং (পি. ডব্লিউ-৫)-এর কাছে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ থেকে ৭টার মধ্যে অসংখ্য ফোন কল করেছিলেন।

৫)পরের দিন সকালে, কে কে শর্মা (পিডব্লিউ-২), যাঁকে শর্মার কাছে নগদ অর্থ পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, আপিলকারী তাঁর বিকল্প 'ঋণ' তত্ত্বকে মিথ্যাভাবে সমর্থন করার জন্য চাপ দিয়েছিলেন এই বলে যে তিনি প্রকৃতপক্ষে বাজেয়াপ্ত অর্থ প্রদান করেছেন।

৬) এইভাবে, উত্তরদাতা-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ০৬.০৩.১৯৯৯ তারিখে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো ("সিবিআই") এর আঞ্চলিক দুর্নীতি দমন শাখায় ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এবং ১৯৮৮ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের বিভিন্ন ধারার অধীনে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়। একই সাথে, সহকারী কমান্ড্যান্ট পিবি পাতিলকে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করে সিআইএসএফ বিধি, ১৯৬৯ এর ৩৪ নম্বর বিধির অধীনে একটি তদন্তও শুরু করা হয় এবং ৩১.০৫.১৯৯৯ তারিখের আদেশ অনুসারে আপিলকারীকে স্থগিত করা হয়।

ক) অভিযোগপত্র

৭)অভিযোগপত্রে আপিলকারীর বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ ছিল, প্রথমত, মিথ্যা জিডি এন্ট্রি (নং ২৫৭, ২৮.০২.১৯৯৯ তারিখে সন্ধ্যা ৬:০৫) করার আদেশ দিয়ে গুরুতর অসদাচরণ এবং শৃঙ্খলাভঙ্গ; দ্বিতীয়ত, কনস্টেবল কে কে শর্মাকে উপরোক্ত জাল জিডি এন্ট্রি প্রমাণ করার জন্য মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার জন্য বেআইনি আদেশ জারি করে একজন অতিরিক্ত-সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ হয়ে ওঠা; এবং তৃতীয়ত, তার অধস্তনদের মাধ্যমে বিপিসিএলের ঠিকাদারদের কাছ থেকে অবৈধভাবে ঘুষ আদায়ের দুর্নীতি। আপিলকারী এই সমস্ত অভিযোগের বিরোধিতা করেছিলেন, যিনি প্রমাণ এবং নথিপত্রের একটি বিস্তারিত তালিকা চেয়েছিলেন এবং তাকে সরবরাহ করা হয়েছিল।

খ) তদন্ত ও তদন্ত প্রতিবেদন

৮) তদন্ত কর্মকর্তা '১৭.০৯.১৯৯৯'-এর উপর একটি স্ব-কথ্য প্রতিবেদন জমা দেন, যার মধ্যে ছয়জন সাক্ষীর লিখিত বিবৃতি এবং জবানবন্দি ছিল যারা অভিযোগগুলি প্রমাণ করছিল, পাশাপাশি পাঁচজন প্রতিরক্ষা সাক্ষী হিসাবে আপিলকারীর নেতৃত্বে প্রমাণ ছিল। ইন্সপেক্টর হীরালাল চৌধুরী (পিডব্লিউ-১) শর্মার অনুসন্ধানের সাক্ষ্য দেন, তাঁর ব্যক্তির কাছ থেকে ১০,৭৮০ টাকা বাজেয়াপ্ত করেন এবং সন্দেহজনক অর্থের উৎস সম্পর্কে ঘটনাস্থলে তাঁর কোনও ব্যাখ্যা না থাকার কথা বলেন।হেড কনস্টেবল কে কে শর্মা (পিডব্লিউ-২), যিনি আপিলকারীর প্রতিরক্ষা অনুসারে শর্মার কাছে বাজেয়াপ্ত পরিমাণ ঋণের পরিমাণ হিসাবে হস্তান্তর করেছিলেন, এই বিকল্প সংস্করণটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং পরিবর্তে আপিলকারীকে এই বলে অভিযুক্ত করেছিলেন যে তিনি কেবল কাউকে কোনও অর্থই দেননি, বরং আপিলকারী তাকে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার জন্য হুমকি দিয়েছিলেন। হেড কনস্টেবল আর কে শর্মা (পিডব্লিউ-৩) অনুসন্ধান ও বাজেয়াপ্তির সাক্ষী বলে দাবি করেছিলেন এবং এই ধরনের অনুষ্ঠানের সময় ঋণের কোনও কথা অস্বীকার করেছিলেন। এএসআই করণ সিং (পিডব্লিউ-৪) সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে দুটি খালি আবর্জনা ট্রাক বিকেলের আগে বিপিসিএল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছিল।এএসআই সুরজন সিং (পিডব্লিউ-৫) সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে তিনি বিপিসিএল মেইন-গেটে কর্তব্যরত থাকাকালীন আপিলকারীর কাছ থেকে একটি কল পেয়েছিলেন যাতে তিনি শর্মাকে (সিডব্লিউ-১) রক্ষা করার বর্ণিত উদ্দেশ্য নিয়ে একটি কাল্পনিক ঋণ লেনদেনের প্রমাণ দেওয়ার জন্য সন্ধ্যা ৬টা ০৫ মিনিটে একটি মিথ্যা জিডি এন্ট্রি নিবন্ধিত করার জন্য হুমকি দিয়েছিলেন।

৯)উপরন্তু, তদন্ত আধিকারিক কনস্টেবল রাম অবতার শর্মা (সিডব্লিউ-১)-কে পরীক্ষা করেন, যিনি সাক্ষ্য দেন যে, আইডি-১-এ দুপুর ২টার দিকে তিনি আপিলকারীর পক্ষ থেকে ডিকে পারমারের কাছ থেকে মোট ১০,০০০ টাকার নোটের একটি বান্ডিল পেয়েছিলেন, যিনি বিপিসিএল দ্বারা আবর্জনা/বর্জ্য তোলার কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। এই নোটগুলি তাঁর কাছে ছিল, তাঁর ব্যক্তিগত নগদ ৭৮০ টাকা ছাড়াও, যখন তিনি সিআইএসএফ বাসে ভ্রমণ করার সময় সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটের দিকে চৌধুরী (পিডব্লিউ-১) দ্বারা ধরা পড়েছিলেন।তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি মিথ্যা দাবি করেছিলেন যে কে কে শর্মা (পিডব্লিউ-২) তাঁকে টাকা দিয়েছিলেন এবং একটি প্রশ্নের জবাবে প্রকাশ করেছেন যে বিপিসিএল-এর ঠিকাদারদের কাছ থেকে কারখানায় প্রবেশকারী প্রতিটি গাড়ির জন্য ২০ টাকা এবং প্রস্থানকারী প্রতিটি গাড়ির জন্য ৫ টাকা হারে অবৈধভাবে ঘুষ সংগ্রহ করা হয়েছিল। বাজেয়াপ্ত করা অর্থ, বিশেষত, আবর্জনার মাঝখানে প্রাঙ্গণ থেকে পাচার করা 'লোহার স্ক্র্যাপ' এবং 'পিতল' চুরির সুবিধার্থে আপিলকারীর হাতে তুলে দেওয়ার কথা ছিল।যদিও সিডব্লিউ-১পরে প্রত্যাহার করে নেয় এবং দাবি করে যে নথিটি তার বক্তব্য ছাড়া অন্য কিছু প্রতিফলিত করে এবং তার স্বাক্ষরের উপর নির্ভর করা উচিত নয় কারণ তিনি নথিটি পড়েননি।

১০)আপিলকারী তার প্রতিরক্ষা সাক্ষ্যে কনস্টেবল এম এন ধনওয়াতকে (ডিডাব্লু-১) পরীক্ষা করেছিলেন যিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে যদিও তিনি ঘটনার তারিখে উত্তর-গেটে নিযুক্ত ছিলেন, তবে তিনি আপিলকারীর অনুমতি নিয়ে কর্তব্যের সময় ব্যক্তিগত কাজের জন্য রওনা হয়েছিলেন। কনস্টেবল জয়মল সিং (ডিডাব্লু-২) সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তিনি শর্মার অনুসন্ধান এবং চৌধুরী দ্বারা জিডি এন্ট্রির নথিিং দেখেছিলেন যখন তিনি সন্ধ্যা ৬টা ৪০ টার দিকে উত্তর-গেটে পৌঁছেছিলেন। আরও, তিনি দাবি করেছিলেন যে শর্মা বারবার আপিলকারীর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন, তবে সন্ধ্যা ৭ টার দিকে তিনি কেবল তাঁর নিজের টাকা নিয়ে যেতে পেরেছিলেন এবং তারপরে তাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি ধরা পড়েছিলেন।ভাসির সিআইএসএফ কন্ট্রোল রুমে কর্তব্যরত এএসআই এসপি মিশ্র (ডিডাব্লু-৩) বলেছিলেন যে তাঁর উপস্থিতিতে এই ঘটনার বিষয়ে আপিলকারীকে কোনও বার্তা জানানো হয়নি। পি কে নাশকার (ডিডাব্লু-৪) বলেছেন যে, সন্ধ্যা ৭ টায় ভাসির কমপ্লেক্সে 'কোয়ার্টার গার্ড'-এ তাঁর দায়িত্ব পালনকালে, এএসআই এসপি মিশ্র (ডিডাব্লু-৩) তাঁকে আপিলকারীকে একটি বার্তা জানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে জয়মল সিং (ডিডাব্লু-২) থেকে তাঁর জন্য একটি ফোন কল ছিল। অবশেষে, প্রবীণ ধনজি পারমার (ডিডাব্লু-৫), যিনি ঠিকাদারকে পারমার অ্যান্ড কো-এর পক্ষে গত কুড়ি বছর ধরে বিপিসিএল শোধনাগারে বাড়ির কাজ করছিলেন, বলেছিলেন যে তিনি শর্মাকে কোনও অর্থ হস্তান্তর করেননি।উপরন্তু, তদন্ত কর্মকর্তা প্রাসঙ্গিক জিডি এন্ট্রি এবং নথিতে থাকা অন্যান্য নথিগুলি পর্যবেক্ষণ করেন।

১১)এই অসংখ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এবং আপিলকারীকে সমস্ত সাক্ষীকে জেরা করার সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি

তার নিজস্ব যুক্তি উপস্থাপন করার পর, তদন্ত কর্মকর্তা ১৭.০৯.১৯৯৯ তারিখের প্রতিবেদনের মাধ্যমে আপিলকারীকে তিনটি অভিযোগের প্রতিটির জন্য দোষী সাব্যস্ত করেন। তদন্ত কর্মকর্তা প্রকৃতপক্ষে খুঁজে পেয়েছেন যে জিডি নং ২৫৭, সন্ধ্যা৬ টা ০৫ এ এ প্রবেশ করা ২৮.০২.১৯৯৯, আপিলকারীর অনুরোধে সুরজন সিং (পিডব্লিউ-৫) দ্বারা করা একটি মিথ্যা এন্ট্রি ছিল, যাতে একটি বিকল্প সংস্করণ তৈরি করা যেতে পারে যাতে শর্মা (সিডব্লিউ-১) বাজেয়াপ্ত অর্থ ঋণ হিসাবে পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অভিযোগটি কে কে শর্মা (পিডব্লিউ-২) এর সংস্করণ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে তিনি কোনও ঋণ অগ্রিম করেননি এবং আপিলকারী দ্বারা জিডি নং ২৫৭ প্রমাণ করার জন্য একটি মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে যোগাযোগ করা হয়েছিল।পরিশেষে, সমস্ত প্রমাণের একটি সামগ্রিক ব্যাখ্যার উপর, অর্থাৎ জিডি-র জালিয়াতি, কে কে শর্মার (পিডব্লিউ-২) হুমকি, সেইসাথে ডিডব্লিউ-এল-এর মতো অন্যান্য সাক্ষীদের বিবৃতি থেকে অন্যায় কাজের ইঙ্গিত; তদন্ত কর্মকর্তা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে আপিলকারী বিপিসিএল-এর ঠিকাদারদের কাছ থেকে তাঁর অধস্তন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে অবৈধ অর্থ সংগ্রহ করছেন এবং তাই দুর্নীতির তৃতীয় অভিযোগও প্রমাণিত হয়েছে।

গ) শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের সামনে কার্যক্রম

১২)এই বিশাল তদন্ত প্রতিবেদনটি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের সামনে পেশ করা হয়েছিল, যা আপিলকারীকে প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি এবং এর প্রতিক্রিয়া জানানোর সুযোগ উভয়ই দিয়েছিল। আপিলকারী তার ১৪.১০.১৯৯৯ তারিখের লিখিত জমা দেওয়ার মাধ্যমে বিস্তারিত প্রত্যাখ্যানগুলি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। তদন্ত কর্মকর্তার পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার এবং আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য পূর্বনির্ধারিত হওয়ার প্রাথমিক আপত্তিগুলি যথাযথ কারণে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে কেবল সাক্ষীদের জেরা করার এবং আপিলকারীকে সহায়তা পাওয়ার যথাযথ সুযোগই দেওয়া হয়নি, বরং ব্যাখ্যা, স্লারিফিকেশন এবং সাক্ষ্য ও নথির নথি চাওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগও তিনি প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার করেছিলেন।

১৩) শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে যে সাক্ষীদের সাক্ষ্যে কোনও বস্তুগত দ্বন্দ্ব নির্দেশ করা যায় না, এবং কোনও জোরালো, বিকল্প প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি। আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে গোপন দুর্নীতির অভিযোগের প্রকৃতির কথা মাথায় রেখে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষণ করেছে যে কে কে শর্মাকে (পিডব্লিউ-২) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ভয় দেখানোর অভিযোগ, বা বিপিসিএলের ঠিকাদারদের কাছ থেকে ঘুষ সংগ্রহের অভিযোগের মতো অনেক ঘটনার স্বাধীন সাক্ষী থাকার সম্ভাবনা কম।

১৪) শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করে যে এটি একটি অবিসংবাদিত সত্য যে শর্মা (সিডব্লিউ-১)-এর কাছ থেকে ১০,৭৮০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে, যা সর্বোচ্চ অনুমোদিত পরিমাণ ১০ টাকার অনেক বেশি ছিল, বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ অধস্তন কর্মকর্তাদের একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অবৈধ অর্থ সংগ্রহের আপিলকারীর কার্যপদ্ধতি প্রকাশ করে; এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, সাক্ষীদের দমন করার এবং ধরা পড়লে প্রমাণ বানোয়াট করার প্রচেষ্টা। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করে যে তদন্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন এবং তার নিরপেক্ষতার জন্য আগে কোনও চ্যালেঞ্জ করা হয়নি এবং তদন্ত কর্মকর্তাকে পরিবর্তনের কোনও অনুরোধ কখনও করা হয়নি। অতএব, শৃঙ্খলামূলক কার্যধারার এই পর্যায়ে কোনও বিদ্বেষ বা পক্ষপাতিত্বের পরামর্শও দেওয়া যায়নি।একইভাবে, আপিলকারীর অন্যান্য কর্মকর্তাদের জড়িত করার প্রচেষ্টাকে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হয়েছিল, কারণ বর্তমান তদন্তটি কেবল আপিলকারীর আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

১৫)সুতরাং, অসদাচরণের গুরুতর প্রকৃতি এবং আপিলকারীর উপর অর্পিত পদমর্যাদা ও কর্তব্য বিবেচনা করে, এবং অভিযোগের বহুবিধতা যা অপরাধী অফিসারের ব্যক্তিগত সততা এবং বাহিনীর সামগ্রিক ভাবমূর্তি উভয়কেই প্রশ্নবিদ্ধ করে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ২০.১১.১৯৯৯ তারিখের আদেশ জারি করে, সিআইএসএফ বিধি, ১৯৬৯ এর বিধি ২৯(ক) - তফসিল ॥ এর সাথে পঠিত বিধি ৩১(ক) এর অধীনে চাকরি থেকে বরখাস্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আরোপ করে।

ঘ) আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত

১৬) আপিলকারী সি. আই. এস. এফ-এর পশ্চিম অঞ্চলের উপ-মহাপরিদর্শকের সামনে চাকরি থেকে বরখাস্তের আদেশের বিরুদ্ধে বিভাগীয় আপিল পছন্দ করেছিলেন। সাক্ষ্যের দ্বন্দ্ব তুলে ধরা এবং নথিতে থাকা প্রমাণের পুনরায় ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি, আপিলকারী একটি নতুন প্রতিরক্ষাও উত্থাপন করেছিলেন যে পুরো কার্যধারাটি একটি নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশে হয়েছিল।

১৭)আপিল কর্তৃপক্ষ আপিলকারীর প্রতিটি যুক্তি খতিয়ে দেখে এবং নথিতে থাকা প্রমাণের পুনর্বিবেচনার পর, ১২.০৭.২০০০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে আবেদনটি খারিজ করে এই উপসংহারে পৌঁছেছে যেঃ

"আরও আমি দেখতে পাচ্ছি যে বিভাগীয় তদন্ত কার্যক্রমে কোনও বস্তুগত অনিয়ম বা ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা নেই। প্রমাণিত 'অসদাচরণের' গুরুত্ব বিবেচনা করার পরে, আপিলকারীকে সি. আই. এস. ই-এর মতো ভারতীয় ইউনিয়নের সশস্ত্র বাহিনীতে ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হয় না।তার আপিল আবেদনে উত্থাপিত যুক্তিগুলি বাস্তবে এবং আইনগতভাবে সম্পূর্ণরূপে যুক্তিহীন।

প্রমাণিত অসদাচরণের পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত শাস্তি অত্যধিক নয়। তাই আমি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পাই না এবং এর মাধ্যমে আপিল পিটিশনটিকে যোগ্যতাবিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করি।"

ঙ) হাইকোর্টের সামনে রিট

১৮) বোম্বে হাইকোর্টের কাছে ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রিট পিটিশনের মাধ্যমে শৃঙ্খলা ও আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আরও একটি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। আপিলকারী নথিতে থাকা প্রমাণের সমষ্টি ও বস্তুগত পুনর্মূল্যায়ন চেয়েছিলেন, দাবি করেছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের জন্য তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা গুণগতভাবে অপর্যাপ্ত। উপরন্তু, আপিলকারী সি. আই. এস. এফ বিধিমালা, ১৯৬৯-এর ৩৪ (১০) (ii) (খ) বিধি মেনে না চলার একটি নতুন ভিত্তি উত্থাপন করেছিলেন যা প্রস্তাবিত জরিমানার বিষয়ে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি এবং শুনানির সুযোগ নির্দিষ্ট করে।আপিলকারী হাইকোর্টের সামনে ন্যায্যভাবে জমা দিয়েছিলেন যে এটি তাঁর মামলা নয় যে তাঁর বিরুদ্ধে আরোপিত জরিমানা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, যদি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

১৯) হাইকোর্ট, চ্যালেঞ্জের অধীনে আদেশের মাধ্যমে, তথ্য এবং রেকর্ডে থাকা উপাদানগুলির বিস্তারিত পুনঃপরীক্ষা পরিচালনা করে, ধারা 226 এর অধীনে বিচারিক পর্যালোচনার পরিধি প্রসারিত করে এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, বিপিসিএলের ঠিকাদারদের কাছ থেকে অবৈধ অর্থের সংগঠিত সংগ্রহে আপিলকারীর জড়িত থাকার এবং তার বিকল্প বক্তব্য সমর্থন করার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সরকারী রেকর্ড তৈরি এবং অধস্তন কর্মকর্তাদের ভয় দেখানোর ক্ষেত্রে তার ভূমিকা প্রতিষ্ঠার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে।

২০) হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে বলেছিল যে অভ্যন্তরীণ তদন্ত সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং আপিলকারীকে তার ঘটনার সংস্করণটি সামনে রাখার জন্য অসংখ্য সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আপিলকারী দ্বারা নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্য সিআইএসএফ নিয়মটি ১৯৮১ সালে সংশোধন করা হয়েছিল, তাই জরিমানার পর্যায়ে পৃথক কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তির কোনও প্রয়োজন ছিল না। তদনুসারে রিট পিটিশনটি ০৫.০৫.২০০৯-এ খারিজ করা হয়েছিল।

দলগুলির বিষয়বস্তুঃ

২১)আপিলকারীর বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী তাৎক্ষণিক আপিলই শেষ অবলম্বন ছিল, তাই তিনি আবারও আমাদের তদন্ত-নথিটি পর্যালোচনা করেন এবং তুলে ধরেন যে কীভাবে প্রধান সাক্ষী (সি.ডাব্লিউ-১) তার বক্তব্য প্রত্যাহার করেছিলেন

এবং কীভাবে সাক্ষী এবং নথিপত্রের মধ্যে কোনও সমর্থন ছিল না।তদন্ত কর্মকর্তার আচরণকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়, এই যুক্তি দিয়ে যে সাক্ষীদের কাছে প্রশ্ন করার সিদ্ধান্তটি অন্যায় ছিল। বিচারক এবং প্রসিকিউটর উভয়ের ভূমিকায়, তদন্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি পুরো কার্যধারাটি কলুষিত করেছেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, আপিলকারী তার বিকল্প সংস্করণে জোরালোভাবে অটল ছিলেন যে উদ্ধারকৃত ১০,৭৮০ টাকা ব্যক্তিগত ক্ষমতায় দুই কর্মকর্তার মধ্যে প্রসারিত ঋণ ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং কিছু উর্ধ্বতনদের অনুরোধে পরোক্ষ উদ্দেশ্য নিয়ে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছিল।অবশেষে, আপিলকারী নমনীয়তা চেয়েছিলেন এবং অনুরোধ করেছিলেন যে আরও ২১ বছরের অবশিষ্ট চাকরির পরিপ্রেক্ষিতে, 'চাকরি থেকে বরখাস্তের কঠোরতম শাস্তি আরোপ করা অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ যা আদালতের বিবেককে হতবাক করা উচিত।

২২)উত্তরদাতাদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দক্ষতার সাথে এই যুক্তিগুলির বিরোধিতা করেছেন, যিনি বিতর্কিত আদেশের নির্দিষ্ট উল্লেখের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যে সিডব্লিউ-১-এর বিবৃতি প্রত্যাহার সমস্ত পূর্ববর্তী কর্তৃপক্ষ দ্বারা নোট করা হয়েছিল এবং আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার সময় এর উপর কোনও উল্লেখযোগ্য নির্ভরতা রাখা হয়নি। পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং তার দ্বারা সুবিধা নেওয়া হয়েছিল। এই সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল যে বর্তমান কার্যধারা পঞ্চম স্থান গঠন করেছিল যেখানে আপিলকারী তার মামলা দায়ের করছিল, প্রথম চারজনের সাথে এবং সিবিআই একই সাথে তার দোষ খুঁজে পেয়েছিল।

২৩. জালিয়াতির ইচ্ছাকৃত ও পরিকল্পিত পদ্ধতি এবং অধস্তন কর্মকর্তাদের দেওয়া স্পষ্ট হুমকিগুলি উত্তরদাতাদের দ্বারা তুলে ধরা হয়েছিল এবং আপিলকারীর দ্বারা প্রস্তাবিত ঋণ তত্ত্বটি পূর্ববর্তী সমস্ত ফোরাম দ্বারা বারবার উত্তেজিত এবং বাতিল করা হয়েছে বলে দেখানো হয়েছিল। তদন্ত কর্মকর্তা, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ, আপিল কর্তৃপক্ষ এবং হাইকোর্টের সমবর্তী ফলাফলের পাশাপাশি প্রতিটি দ্বারা গৃহীত বিশদ মূল্যায়ন এবং যুক্তিসঙ্গত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে পুনরায় প্রশংসা বা আরও বিচারের খুব কম সুযোগ রয়েছে। শশী প্রসাদ বনাম সি. আই. এস. এফ[১]-এর অনুপাতটি এই যুক্তিটি উত্থাপন করার জন্য সংশ্লেষিত করা হয়েছিল যে বিভাগীয় তদন্তগুলি ফৌজদারি কার্যধারার মতো একই স্তরে দাঁড়ায় না।প্রমাণের মানের পার্থক্যের কারণে একটিতে খালাস অন্যটিকে পূর্ব-বিচার করবে না।দাবি করা হয়েছিল যে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার বনাম মোহাম্মদ নাসরুল্লা খান[২] অনুসারে প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন করা যাবে না এবং সাংবিধানিক আদালতের

---

১)২০১৯ ৭ এস. সি. সি ৭৯৭।

২)২০০৬ ২ এস. সি. সি ৩৭৩।

সরকারি কর্মচারীদের শাস্তিমূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করা উচিত নয়। অবশেষে, আধাসামরিক বাহিনীতে নিয়োগের সূক্ষ্ম প্রকৃতি এবং সমাজের দ্বারা তার প্রতি উচ্চ আস্থা ভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে, আপিলকারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার কঠোর শাস্তি ন্যায়সঙ্গত ছিল।

বিশ্লেষণ

২৪) শুরুতে, এটি লক্ষ করা যেতে পারে যে আপিলকারী এই আদালতের সামনে কিছু নতুন ভিত্তি উত্থাপন করতে বেছে নিয়েছেন, যদিও এই বিষয়গুলি সত্যের প্রশ্নগুলির সাথে জড়িত। তবুও, এই আবেদনে পরিষেবা আইনশাস্ত্রের কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যার উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে হয়।

।)পরিষেবার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগ

২৫)আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী ত্রুটি ও দ্বন্দ্ব তুলে ধরার উদ্দেশ্যে নথিভুক্ত বিভিন্ন প্রমাণের মধ্য দিয়ে আমাদের নিয়ে যেতে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছেন। আমরা মনে করি যে এই ধরনের অনুশীলন নিরর্থক ছিল, কারণ বর্তমান কার্যধারায় হস্তক্ষেপের সীমা বেশ বেশি। সাংবিধানিক আদালত দ্বারা ২২৬ বা ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে বা ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আপিল করার সময় বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা বিভাগীয় আপিল কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রয়োগ করা আপিল ক্ষমতা থেকে আলাদা। এটি বলা হবে যে বিচারিক পর্যালোচনা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন, এবং সিদ্ধান্তের গুণাবলী নয়। বিচারিক পর্যালোচনা চিকিত্সার ক্ষেত্রে ন্যায্যতা নিশ্চিত করে এবং সিদ্ধান্তে ব্যর্থতা নয়।এটি আইন বা পদ্ধতির প্রকাশ্য ত্রুটিগুলি সংশোধন করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, যার ফলে উল্লেখযোগ্য অবিচার হতে পারে; অথবা পক্ষপাতিত্ব বা ফলাফলের গুরুতর অযৌক্তিকতার ক্ষেত্রে।[৩]

২৬) বিসি চতুর্বেদী বনাম ভারত ইউনিয়ন[৪] মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ এই নীতিগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছেনঃ

১২)বিচার বিভাগীয় পুনর্বিবেচনা কোনও সিদ্ধান্তের আপিল নয়, বরং সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতির পর্যালোচনা। বিচার বিভাগীয় পুনর্বিবেচনার ক্ষমতার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি যাতে ন্যায্য আচরণ পায় তা নিশ্চিত করা এবং কর্তৃপক্ষ যে উপসংহারে পৌঁছায় তা আদালতের দৃষ্টিতে অবশ্যই সঠিক হয় তা নিশ্চিত করা নয়। যখন কোনও সরকারি কর্মচারীর অসদাচরণের অভিযোগে তদন্ত পরিচালিত হয়, তখন আদালত/ট্রাইব্যুনাল নির্ধারণ করে যে তদন্তটি কোনও উপযুক্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে কিনা নাকি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়ম মেনে চলা হচ্ছে কিনা।

---

৩)অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার বনাম মহম্মদ নাসরাল্লাহ খান, (২০০৬) ২ এস. সি. সি ৩৭৩, ১১

৪) (১৯৯৫) ৬ এস. সি. সি ৭৪৯ ১২।

ফলাফল বা সিদ্ধান্তগুলি কোনও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে হোক না কেন, তদন্ত করার ক্ষমতা দেওয়া কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব রয়েছে যে কোনও তথ্য বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য।তবে সেই অনুসন্ধানটি অবশ্যই কিছু প্রমাণের উপর ভিত্তি করে হতে হবে। সাক্ষ্য আইনের প্রযুক্তিগত নিয়ম বা তাতে সংজ্ঞায়িত তথ্য বা প্রমাণের প্রমাণ কোনওটিই শৃঙ্খলামূলক কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কর্তৃপক্ষ যখন স্বীকার করে যে প্রমাণ এবং উপসংহার সেখান থেকে সমর্থন পায়, তখন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এই ধারণার অধিকারী যে অপরাধী কর্মকর্তা অভিযোগের জন্য দোষী। আদালত/ট্রাইব্যুনাল তার বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতায় প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন এবং প্রমাণের উপর তার নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধানে পৌঁছানোর জন্য আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করে না।আদালত/ট্রাইব্যুনাল হস্তক্ষেপ করতে পারে যেখানে কর্তৃপক্ষ প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়মের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতিতে বা তদন্তের পদ্ধতি নির্ধারণকারী বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘন করে অপরাধী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনা করে বা যেখানে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের দ্বারা উপসংহার বা অনুসন্ধান কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে হয় না। যদি উপসংহার বা অনুসন্ধান এমন হয় যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি কখনও পৌঁছাতে পারত না, তবে আদালত/ট্রাইব্যুনাল উপসংহার বা অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং ত্রাণকে এমনভাবে তৈরি করতে পারে যাতে এটি প্রতিটি মামলার তথ্যের সাথে উপযুক্ত হয়।

১৩)শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তথ্যের একমাত্র বিচারক। যেখানে আপিল পেশ করা হয়, সেখানে আপিল কর্তৃপক্ষের সাক্ষ্য বা শাস্তির প্রকৃতি পুনর্বিবেচনা করার ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে। শৃঙ্খলাজনিত তদন্তে, আইনি প্রমাণের কঠোর প্রমাণ এবং সেই প্রমাণের ফলাফল প্রাসঙ্গিক নয়। প্রমাণের পর্যাপ্ততা বা প্রমাণের নির্ভরযোগ্যতা আদালত/ট্রাইব্যুনালের সামনে প্রচার করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। ভারত সরকার বনাম এইচ. সি. গোয়েল [(১৯৬৪) ৪ এস. সি. আর. ৭১৮: এ. আই. আর ১৯৬৪ এস. সি. ৩৬৪ঃ (১৯৬৪) ১ এল. এল. জে ৩৮] এই আদালত ৭২৮ নং অনুচ্ছেদে স্থির করেছে যে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছনো প্রমাণ বিবেচনা করে যদি সিদ্ধান্তটি বিকৃত হয় বা নথিতের মুখে পেটেন্ট ত্রুটির শিকার হয় বা কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে না হয়, তবে একটি সার্টিওরারি রিট জারি করা যেতে পারে।"

২৭) এই আদালত ধারাবাহিকভাবে একাধিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই পরামিতিগুলি পুনরাবৃত্তি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে:

(i) তামিলনাড়ু রাজ্য বনাম এস সুব্রামানিয়াম, (১৯৯৬) ৭ এস. সি. সি ৫০৯।

(ii) ললিত পোপলি বনাম কানাড়া ব্যাঙ্ক, (২০০৩) ৩ এস. সি. সি ৫৮৩।

(iii) হিমাচল প্রদেশ রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড লিমিটেড বনাম মহেশ দাহিয়া, (২০১৭) ১ এস. সি. সি ৭৬৮।

২৮)এইভাবে এটা ঠিক হয়ে গেছে যে, সাংবিধানিক আদালতগুলি তাদের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় আপিল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করবে না। তাদের এখতিয়ার আইনের ত্রুটি সংশোধন করার সীমা, পদ্ধতিগত ত্রুটি যা প্রকাশ্য অবিচার বা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের দিকে পরিচালিত করে। ভিন্নভাবে বলতে গেলে, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা আপিল কর্তৃপক্ষের মতো মামলার যোগ্যতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুরূপ নয়।

২৯)হাইকোর্ট এইভাবে নথি ও বিবৃতির মাধ্যমে আপিলকারীর অপরাধ যাচাই করার পরিবর্তে তদন্ত কর্মকর্তার সক্ষমতা এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে আরও বেশি উদ্বিগ্ন ছিল। এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে প্রমাণ পরিচালিত হয়েছিল, জেরা করা হয়েছিল এবং যুক্তিগুলি সমাধান করার, আপত্তি উত্থাপন করার এবং আপিল দায়ের করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। প্রাপ্ত উপসংহারটি এই প্রমাণগুলির উপর ভিত্তি করে ছিল এবং বিশদ এবং যুক্তিসঙ্গত ছিল। উপরন্তু, হাইকোর্ট বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগকে সীমাবদ্ধ করেনি, বরং একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল এবং অপরাধের নিজস্ব স্বাধীন উপসংহারে আসার জন্য আরও অনুসন্ধান করেছিল।একইভাবে, আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই যে আপিল কর্তৃপক্ষ তার আবেদনে আপিলকারীর উত্থাপিত প্রতিটি আবেদন যত্ন সহকারে মোকাবিলা করেছে এবং আপিলকারীর মনকে সন্তুষ্ট করার জন্য সমস্ত যুক্তির বিশদ প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষও 'ত্রুটিহীন ছিল এবং তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনে কোনও দুর্বলতা পাওয়া যায় না।

৩০) এমনকি সাধারণ ভাষায়, যেখানে কোনও আপিল বা পর্যালোচনাকারী আদালত/কর্তৃপক্ষ একটি ভিন্ন উপসংহারে আসে, সাধারণত আপিলের অধীনে সিদ্ধান্তটি যতদূর পর্যন্ত যুক্তিসঙ্গত থাকে বা বিকৃতির সাথে অসুস্থ বলে মনে হয় না ততদূর পর্যন্ত বিঘ্নিত করা উচিত নয়। বর্তমান মামলাটি এমন নয় যেখানে কোনও প্রমাণ নেই, বা এটি এমন একটি নয় যেখানে আমরা শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের চেয়ে আলাদা উপসংহারে পৌঁছাতে পারি, বিশেষত এখানে বর্ণিত কারণগুলির জন্য।

II) পদ্ধতির উপযুক্ততা এবং পি. এন. জে

৩১)আপিলকারী এই বিষয়টির উপর উল্লেখযোগ্য জোর দিয়েছেন যে তদন্ত কর্মকর্তা রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীর কাছে তার নিজস্ব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন

এবং তিনি আসামিপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত সাক্ষীদের জেরা করেছিলেন।এটি দাবি করা হয় যে, রাষ্ট্রপক্ষকে বিচারক বানানোর সমতুল্য, "সুমো জুডেক্স ইন সুয়া কৌসা"-র প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার নীতি লঙ্ঘন করে। তবে, এই জাতীয় আবেদনটি ভুল। এটি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ধারা ১৬৫, সাক্ষ্য আইনের অধীনে, বিচারকদের কোনও সাক্ষী বা পক্ষকে কোনও তথ্য সম্পর্কে যে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা রয়েছে, যাতে প্রাসঙ্গিক তথ্যের যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায়। যদিও শাস্তিমূলক কার্যধারার জন্য প্রমাণের কঠোর নিয়ম প্রয়োগ করা হয় না, তদন্ত কর্মকর্তারা প্রায়শই সত্য আবিষ্কার করার জন্য এই জাতীয় কার্যধারায় সাক্ষীদের প্রশ্ন করেন। প্রকৃতপক্ষে, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই জাতীয় সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন হতে পারে।উপরন্তু, আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী, তদন্ত কর্মকর্তা সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন বলে একটি টাকাপয়সা অভিযোগ করা ছাড়া, অফিসারের দেওয়া এমন কোনও নির্দিষ্ট প্রশ্নের দিকে ইঙ্গিত করেননি যা ইঙ্গিত করে যে তিনি তাঁর এখতিয়ার অতিক্রম করেছেন। তদন্ত অফিসারের বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট বিদ্বেষ বা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা হয়নি, এমনকি তদন্তের সময়ও প্রতিস্থাপনের জন্য কোনও অনুরোধ করা হয়নি; সুতরাং, প্রমাণ করে যে এই আপত্তিগুলি কীভাবে পরবর্তী চিন্তাভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩২)বরং মনে হয় যে অপরাধী ব্যক্তি একটি সুষ্ঠু বিচার পেয়েছিলেন, যা দৃষ্টান্তমূলকভাবে বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করা যেতে পারে যে তিনি প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ পেয়েছেন কিনা, সাক্ষীদের জেরা করেছেন এবং তাঁর উপস্থিতিতে জবানবন্দি নথি করা হয়েছে কিনা।[৫] 'নথিটি স্পষ্টভাবে স্পষ্ট করে দেয় যে বর্তমান কার্যধারায় এই সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি যথাযথভাবে পালন করা হয়েছিল। অন্য কর্মকর্তার সহায়তা নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, প্রতিটি কর্তৃপক্ষের সামনে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়ার, সাক্ষীদের জেরা করার এবং আপত্তি তোলার একাধিক সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আপিলকারী এই বিকল্পগুলির বেশিরভাগই ব্যবহার করেছিলেন, যদিও কিছু অনুস্মারক সত্ত্বেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আপিলকারীর পক্ষ থেকে সামান্য বিলম্ব উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং তার প্রতিটি সমন্বিত কারণ বিস্তারিত কারণের মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছিল।

III) শৃঙ্খলামূলক কার্যধারার উপর ফৌজদারি তদন্তের প্রভাব

৩৩)২৮.০২.১৯৯৯-এর ঘটনাটি ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং দুর্নীতি দমন আইনের অধীনে অপরাধমূলকতার পাশাপাশি পরিষেবা বিধিমালা লঙ্ঘন এবং প্রশাসনিক অসদাচরণের গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। এইভাবে, তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগের পাশাপাশি, কর্তৃপক্ষগুলি সিবিআই-এর কাছে একটি ফৌজদারি অভিযোগও নথিভুক্ত করেছে। তদন্তের পর, সিবিআই যদিও আপিলকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার মতো পর্যাপ্ত তথ্য খুঁজে পায়নি,

---

৫) ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম টি.আর. ভার্মা, ১৯৫৮ এসসিআর ৪৯৯ ১০।

তবুও ০৭.০৩.২০০০ তারিখের স্ব-কথিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে, সিবিআই আপিলকারী এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে বড় ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে।

৩৪)এটা বিতর্কের বাইরে যে ফৌজদারি কার্যধারা দেওয়ানি কার্যধারা থেকে আলাদা। শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে সম্ভাব্যতার আধিক্যের দ্বারা কোনও অপরাধী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ স্থাপন করা এবং ফলস্বরূপ তার পরিষেবাগুলি বাতিল করা সম্ভব এবং সাধারণ উভয়ই। তবে আমাদের ফৌজদারি আইনের আইনশাস্ত্রের অধীনে তার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার জন্য একই প্রমাণ যথেষ্ট নাও হতে পারে[৬] দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলার মধ্যে প্রমাণের মানগুলির মধ্যে এই ধরনের পার্থক্য ইচ্ছাকৃত, ঝুঁকির পার্থক্য, পক্ষগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা এবং একটি ভুল সিদ্ধান্তের সামাজিক মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে।সুতরাং, একটি শৃঙ্খলামূলক তদন্তে, প্রমাণের কঠোর নিয়ম এবং ফৌজদারি বিচারের পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য নয়, যেমন বলা যায়, তদন্ত কর্মকর্তাদের সামনে দেওয়া বিবৃতি নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে নির্ভর করা যেতে পারে।[৭]

৩৫) সুতরাং, আপিলকারীরা যুক্তি দেখান যে বর্তমান কার্যধারায় তাঁকে দোষমুক্ত করা উচিত কারণ 'সি. বি. এল. এফ. টি তদন্ত' দ্বারা কোনও ফৌজদারি অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়নি, তা বাতিল করা যেতে পারে।[৮] নিয়োগকর্তা সর্বদা একটি স্বাধীন শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা পরিচালনার অধিকার বজায় রাখেন, ফৌজদারি কার্যধারার ফলাফল নির্বিশেষে। উপরন্তু,০৭.০৩.২০০০ তারিখের সি. বি. আই প্রতিবেদন আপিলকারীর বিরুদ্ধে বড় শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপের সুপারিশ করে। উক্ত প্রতিবেদনটি উত্তরদাতার মামলাটিকেও সমর্থন করে।

IV) শাস্তি এবং নমনীয়তার আবেদন

৩৬) আমাদের পর্যালোচিত মতে, বরখাস্তের শাস্তি দুর্নীতির অভিযোগের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল বলে আপিলকারীর যুক্তিটি ভিত্তিহীন। এটি একটি নিষ্পত্তি হওয়া আইনি প্রস্তাব যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের প্রমাণিত অপরাধের জন্য শাস্তি আরোপ করার ক্ষেত্রে ব্যাপক বিচক্ষণতা রয়েছে, অবশ্যই আনুপাতিকতা এবং ন্যায্য খেলার নীতি সাপেক্ষে। এই ধরনের প্রয়োজনীয়তা অনুচ্ছেদ ১৪ থেকে উদ্ভূত হয়, যা রাজ্য কর্তৃপক্ষকে একই বিস্তৃত স্ট্রোকের সাথে বিভিন্ন-মাত্রার অপকর্মের সাথে আচরণ করতে নিষেধ করে।এই ধরনের আনুপাতিকতা নির্ধারণ কেবল অপরাধীর কাজ বা অভিপ্রায়ের কাজই নয়, বরং এই ধরনের অসদাচরণের আর্থিক প্রভাব এবং সামাজিক প্রভাবকেও বিবেচনা করতে হবে।[৯] কিন্তু ফৌজদারি মামলার বিপরীতে, শাস্তিমূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আদালত কেবল তখনই আনুপাতিকতার ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করে যখন

---

৬)কামাতাকা এস. আর. টি. সি বনাম এম. জি ভিট্টাল রাও, (২০১২) ১ এস. সি. সি ৪৪২, ১১

৭)অজিত কুমার নাগ বনাম ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (২০০৫) ৭ এস. সি. সি ৭৬৪,১১

৮)বিএইচইএল বনাম এম মণি, (২০১৮) ১ এসসিসি ২৮৫, ২০-২২,৩৩,

৯)জামিল বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য, (২০১০) ১২ এস. সি. সি ৫৩২, ১৪-১৬।

তারা দেখে যে প্রদত্ত শাস্তি অত্যন্ত অত্যধিক, অথবা আদালতের বিবেক যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং, যেখানে 'বড় জরিমানা আরোপ করা (যেমন বরখাস্ত, অপসারণ, বা পদমর্যাদা হ্রাস) বৈষম্যমূলক এবং তুচ্ছ অপকর্মের জন্য অগ্রহণযোগ্য হবে; কিন্তু গুরুতর অপরাধের জন্য সমাজে প্রতিরোধের একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠানোর প্রয়োজন রয়েছে। দুর্নীতি, অপব্যবহার এবং গুরুতর শৃঙ্খলাহীনতার মতো অভিযোগগুলি পরের বিভাগের প্রধান উদাহরণ এবং কঠোরভাবে মোকাবিলা করা উচিত।

৩৭)হাতে থাকা মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকাগুলি প্রয়োগ করে, এটা স্পষ্ট যে চাকরি থেকে বরখাস্তের শাস্তি দুর্নীতি, বানোয়াট এবং ভয় দেখানোর অভিযোগের তুলনায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যা আপিলকারীর বিরুদ্ধে সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা পরিষেবা আইনশাস্ত্রের জন্য একটি অভিশাপ হবে। যদি আমরা ধরে নিই যে নিয়মতান্ত্রিক দুর্নীতি এবং এর স্পষ্ট আবরণ চাকরি থেকে বরখাস্ত করার জন্য অপর্যাপ্ত, তবে এই ধরনের বড় শাস্তি দেওয়ার পিছনে উদ্দেশ্য, যা সংবিধানের ৩১১ অনুচ্ছেদের অধীনে স্পষ্টভাবে সরবরাহ করা হয়েছে, তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

৩৮)আরও, আপিলকারীর পদক্ষেপগুলি সম্ভবত বিপিসিএল-এর বিশাল ফলস্বরূপ ক্ষতির কারণ হতে পারে এবং জনসাধারণের মধ্যে সিআইএসএফ-এর সুনাম হ্রাস করতে পারে। আপিলকারীর বাহিনীর আধা-সামরিক প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, সততা, প্রতিশ্রুতি, শৃঙ্খলা এবং সৌহার্দ্যের অনুভূতি সর্বাগ্রে।[১০] আপিলকারীর ক্ষেত্রে এই প্রত্যাশা কেবল আরও বেশি হয় যে কীভাবে তাকে বিশেষভাবে 'দুর্নীতি নির্মূল করা এবং আকস্মিক অভিযান পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। একবার ভীতিপ্রদর্শন, জালিয়াতি এবং দুর্নীতির কাজের মাধ্যমে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলে; কেবল কঠোরতম শাস্তি আরোপ করা উচিত।

উপসংহার

৩৯) উপরের আলোচনার আলোকে, আমরা এই আপিলের কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না যা সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়।

দিব্যা পান্ডে **আপিল খারিজ করা হয়েছে।**

---

১০)চন্দ্র কুমার চোপড়া বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন, (২০১২) ৬ এস. সি. সি ৩৬৯,৪৪০।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal